মুক্তকথা

সিরাজুর রহমান

আফগানিস্তান থেকে ইঙ্গ-মার্কিন পিঠটান?

প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লু বুশ যখন আফগানিস্তান আক্রমণ করেন তাঁর অনুগত দোসর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টোনি ব্লেয়ার সোৎসাহে সে আক্রমণে অংশ নিয়েছিলেন। তার মাত্র আগের মাসে আল কায়েদা গোষ্ঠি ছিনতাই করা জেট যাত্রী বিমান দিয়ে নিউ ইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ার এবং ওয়াশিংটনে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক পেন্টাগনের ওপর আঘাত হানে। কাবুলে তখন মোল্লা ওমরের নেতৃত্বে তালেবান সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তারা ওসামা বিন লাদেন সহ আল কায়েদা নেতাদের আশ্রয় দিয়েছিলো। আল কায়েদাদের প্রশিক্ষণ ঘাঁটিও ছিলো আফগানিস্তানে। বুশ ও ব্লেয়ারের বিঘোষিত প্রধান লক্ষ্য ছিলো ওসামা বিন লাদেন ও শীর্ষ স্থানীয় আল কায়েদা নেতাদের বন্দী কিম্বা হত্যা করা। সে সঙ্গে তাঁদের আশ্রয় দেওয়ার জন্যে তালেবান সরকারকেও কিছু শাস্তি দেওয়া।

অতলান্তিকের এপার-ওপারে এবং বিশ্বের সর্বত্র অনেকেই তখন নিষেধ করেছিলেন। আফগানিস্তানের ইতিহাসের মোদ্দা দিকগুলো তুলে ধরে তাঁরা বলেছিলেন: আফগানরা বহু নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠি থেকে উদ্ভূত এবং বহু জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত। সনাতন কাল থেকেই বিভিন্ন 'ওয়ার লর্ডের' নেতৃত্বে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। কিন্তু বিদেশ থেকে শত্রু এলে তারা ভেদাভেদ ভুলে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। শত্রু যতোদিন বিতাড়িত হয়নি ততোদিন তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ স্থগিত থেকেছে। বহু দৃষ্টান্তও দিয়েছিলেন তাঁরা। গোটা উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে আফগানিস্তানের ওপর আধিপত্য বিস্তারের জন্যে বিশাল রুশ সাম্রাজ্য আর ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে বিরোধ চলেছে। আফগানরা তাদের কোন পক্ষের আধিপত্য মেনে নিতে রাজী ছিলোনা। উনবিংশ শতকে বৃটিশরা তিনবার আফগানিস্তান আক্রমণ করেছিলো, তিনবারই আফগানদের সমবেত প্রতিরোধের মুখে তাদের পিঠটান দিতে হয়েছে। কাবুলের গোরস্থানে বৃটিশ অফিসারদের কবরের প্রস্তর ফলকগুলো আজো বৃটিশদের অপচেষ্টা ও পরাজয়ের সাক্ষ্য বহন করে।

রুশরা এই ভূ-প্রাকৃতিক ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ দেশটার ওপর আধিপত্যের স্বপ্ন কখনো ত্যাগ করেনি। বাদশাহ জহির শাহ তাঁর ৪০ বছরের রাজত্বকালে উপজাতীয় যুদ্ধ-বিগ্রহ কিছুটা চাপা দিয়ে রাখতে পেরেছিলেন, আফগানিস্তান মোটামুটি একটা ঐক্যবদ্ধ দেশ বলে মনে হচ্ছিলো। রুশরা ১৯৬৪ সালে একটা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে জহির শাহকে গদিচ্যুত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁর শ্যালক মোহাম্মদ দাউদ ১৯৭৩ সালে একটা সফল অভ্যুত্থান করেন এবং ১৯৬৪ সালের সংবিধান বাতিল করে দেশটাকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। ১৯৭৯ সালে রুশ প্রভাবিত প্রেসিডেন্ট নূর মোহাম্মদ তারাকির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান হলে রাশিয়া সরাসরি আফগানিস্তান আক্রমণ করে এবং বাবরাক কামালকে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করে।

আফগান উপজাতিগুলো তখন থেকে তাদের ওয়ার লর্ডদের নেতৃত্বে দখলদার রুশদের বিরুদ্ধে খন্ডযুদ্ধ এবং গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। রুশরা তাদের একাধিক পুতুল সরকারকে সর্ববিধ সাহায্য দিয়ে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছিলো। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র গেরিলা প্রতিরোধ বাহিনীগুলোকে অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করে। আফগান উপজাতিগুলো ছাড়াও বহু সৌদি পাকিস্তানী চেচেন ইয়েমেনী ও সোমালী সোভিয়েট বিরোধী এই গেরিলা যুদ্ধে অংশ নেয়। তাদের নেতৃত্ব দেবার জন্যেই মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ওসামা বিন লাদেনকে প্রশিক্ষণ এবং প্রচুর ডলার দেয়। পাকিস্তানী সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এসব ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতার কাজ করেছে।

স্বভাবতঃই সাধারণ আফগানরা সোভিয়েট বিরোধী গেরিলাদের সব রকম সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছিলো। এতো সবের মুখে এই অর্থ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চালিয়ে চালিয়ে যাওয়া সোভিয়েট কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যের পক্ষেও সম্ভব ছিলোনা। তারা ১৯৮৮ সাল থেকেই সৈন্য অপসারণ শুরু করে। দুই দশক পরেও সোভিয়েটদের পরাজয়ের চিহ্ন মুছে যায়নি; আফগানিস্তানের সর্বত্র এখনো বিধ্বস্ত সোভিয়েট ট্যাঙ্ক, জঙ্গী বিমান ও হেলিকপ্টারের মরচে-ধরা ধ্বংসাবশেষ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে কন্টক হয়ে আছে।

'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি'

মার্কিন-বৃটিশরা ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর আফগানিস্তান আক্রমণের সময় শুভ বুদ্ধির কথা শোনেনি। পরেও তারা প্রচার চালিয়েছে যে নিজেদের দেশে সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করার জন্যে আফগান যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অত্যাবশ্যক। ওসামা বিন লাদেন ও তাঁর অধিকাংশ শীর্ষ সহকারীর খোঁজ হানাদাররা পায়নি। কিন্তু তারা তালেবানদের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। সে যুদ্ধের নয় বছরের মাথায় লন্ডন আর ওয়াশিংটনে যুদ্ধবাজদের গলাবাজির সুর পাল্টে যাচ্ছে বলেই এখন মনে হয়। গতো সপ্তাহের অনেকগুলো খবর থেকে পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে যে 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' দশায় পৌঁছে গেছে ওয়াশিংটন আর লন্ডন - সে সঙ্গে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেসব নেটো-ভুক্ত দেশকে এ যুদ্ধে টেনে আনা হয়েছিলো, তারা।

গতো সপ্তাহের সোমবার ৭০টি সংশ্লিষ্ট দেশ আর জাতিসংঘ কাবুলে একটা মহাসম্মেলন করে। সে উপলক্ষে মার্কিন ও বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা যেভাবে প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইয়ের সঙ্গে সৌহার্দ্য ও সদ্ভাব দেখানোর চেষ্ট করেছেন সেটাকে রীতিমতো 'পরস্পর পিঠ চুলকানো সমিতি' বলা চলে। তাঁরা আশা প্রকাশ করেছেন যে ২০১৪ সালের মধ্যেই হামিদ কারজাইয়ের সৈন্যেরা আফগানিস্তানের নিরাপত্তার দায়িত্ব হাতে নিতে পারবে। বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী উলিয়াম হেগ বলেছেন যে সে বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই লড়াকু (প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কাজে নিয়োজিতদের বাদ দিয়ে) বৃটিশ সৈন্যেরা দেশে ফিরে আসতে পারবে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিন্টনও অনুরূপ উক্তি করেছেন।

গতো আগস্টের পরবর্তী সময়ে কারজাইয়ের সঙ্গে তাঁর পশ্চিমী মিত্রদের সম্পর্কের আকাশ-পাতাল তফাৎ কোন পর্যবেক্ষকেরই দৃষ্টি এড়ায়নি। সে মাসে আফগান সংসদ ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দুর্নীতি ও অসাধুতাকে ইঙ্গ-মার্কিন সরকারী মহলও পুকুর চুরির পরিবর্তে সমুদ্র চুরির সঙ্গে তুলনা করেছিলো। কারজাই সরকারের দুর্নীতির হাজার কাহিনী তখন বৃটিশ ও মার্কিন মিডিয়ায় প্রচারিত হচ্ছিলো। বলা হচ্ছিলো যে কারজাই তাঁর নিজের লোকেদের নির্বাচন কমিশন সহ সকল গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাঁরা অন্যায় ভাবে প্রেসিডেন্টকে বিজয়ী ঘোষণা করেছেন। পশ্চিমী সমালোচনার মুখে দ্বিতীয় দফাও একটা নির্বাচন হয়েছিলো। কিন্তু 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা' ছাড়া তাতে কোন লাভ হয়নি।

পশ্চিমী মিডিয়ার সমালোচনা

কারজাই সরকারের দুর্নীতি এবং অশাসন-কুশাসনেরও বহু সমালোচনা হয়েছে পশ্চিমী মিডিয়ায়। কাবুলে নিযুক্ত জাতিসংঘ এবং মার্কিন মিশনও প্রচুর সমালোচনা করেছে। এমনকি প্রতিবাদে একাধিক মার্কিন কূটনীতিক পদত্যাগও করেছেন। কারজাই তাঁর পশ্চিমী মিত্রদের কাছ থেকে যে হাজার হাজার কোটি ডলার সাহায্য পেয়েছেন তার সামান্যতম অংশও জনসাধারণের কল্যাণে ব্যয়িত হয়নি। প্রশ্ন উঠছিলো, তাহলে সাহায্যের অর্থ গেলো কোথায়? বলা হয়েছিলো যে আফগানিস্তানের মাত্র পাঁচ শতাংশ এলাকায় কারজাইয়ের শাসন বলবৎ আছে।

কারজাইয়ের হুমকি

মাত্র তিন মাস আগেও যুক্তরাষ্ট্র এবং আফগান যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট পশ্চিমী দেশগুলো বলছিলো যে অর্থ সাহায্যের ৭০ শতাংশই কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তে প্রাদেশিক গভর্নরদের দেওয়া উচিৎ। কারজাই তখন হুমকি দিয়েছিলেন যে তাহলে তিনি তালেবানদের সঙ্গে হাত মেলাবেন। গতো সপ্তাহের মহাসম্মেলনে অবস্থা ছিলো সম্পূর্ণ বিপরীত। কারজাই এবং তাঁর পশ্চিমী মিত্ররা সকলেই আশা প্রকাশ করেছেন যে কারজাই দ্রুত তাঁর নবগঠিত সেনাবাহিনীর আকার বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ উন্নত করবেন, যাতে ২০১৪ সালের মধ্যেই তারা দেশের নিরাপত্তার পূর্ণ দায়িত্ব নিতে পারে।

পর্যবেক্ষকরা কিন্তু সেসব আশাকে আকাশ-কুসুম কল্পনা বলেই বর্ণনা করছেন। তাঁরা বলছেন, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে হতাহত বৃটিশ ও মার্কিন সৈন্যদের সংখ্যা গতো বছরের একই সময়ের চাইতে দ্বিগুণেরও বেশি। মার্কিন আর বৃটিশ সেনাধ্যক্ষরা এখন আর দাবী করছেননা যে তালেবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁদের জয় হচ্ছে। কাবুলের মহাসম্মেলনের দিনই আফগান বাহিনীর একজন সৈন্য দু'জন বেসামরিক মার্কিন প্রশিক্ষক আর অন্য একজন আফগান সৈন্যকে গুলি করে হত্যা করে। তালেবানরা পরে ঘোষণা করেছে যে পলাতক সৈনিকটি তাদের দলে যোগ দিয়েছে। ঠিক আগের সপ্তাহে অনুরূপ আরেকটি ঘটনা ঘটে। একজন আফগান সৈন্য প্রশিক্ষণ দানের কাজে নিয়োজিত বৃটিশ সেনাবাহিনীর একজন মেজর, একজন লেফটেন্যান্ট ও একজন কর্পোরালকে হত্যা করে। পরে জানা যায় যে সে একজন তালেবান, আত্মগোপন করে নাশকতার কাজ করার জন্যে আফগান সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো। আগেও এ রকম দু'একটি ঘটনা ঘটেছে। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, সাত-তাড়াতাড়ি যে বিশাল আফগান সেনা ও পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছে তাদের আনুগত্য কি সরকারের না তালেবানদের প্রতি - সে সম্বন্ধে কিছুতেই নিশ্চিত হওয়া যায়না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আফগানিস্তান থেকে পাত তাড়ি গুটানোর পশ্চিমী চেষ্টা লক্ষ্যমান। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা মাত্র গতো ডিসেম্বরে অতিরিক্ত ৩০,০০০ সৈন্য আফগানিস্তানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ইতোমধ্যেই তিনি বলেছেন যে আগামী বছরের জুলাই মাস থেকে ক্রমান্বয়ে মার্কিন সৈন্যদের দেশে ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু হবে।

কাবুলের মহাসম্মেলনের দিন নতুন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সঙ্গে তাঁর প্রথম সরকারী বৈঠকের জন্যে ওয়াশিংটনে ছিলেন।

তালেবানদের সঙ্গে আলোচনা?

হোয়াইট হাউসের কোন কোন সূত্র সে উপলক্ষে ফাঁস করে দেয় যে মার্কিন প্রশাসন আফগানিস্তানে তাদের সমর-কৌশল পরিবর্তন করছে। হামিদ কারজাই অনেকদিন আগে থেকেই তালেবানদের সঙ্গে আলোচনার যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্র সেটা নাকচ করে দিচ্ছিলো। এখন নাকি ওবামা প্রশাসন নীতি পরিবর্তন করেছে, তারা তালেবানদের সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে পরোক্ষ আলোচনা শুরু করতে চায়।

লন্ডনে আর ওয়াশিংটনে এই কৌশলগত মত পরিবর্তনের কারণও দুর্বোধ্য নয়। যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ওবামা প্রকৃতই আরব-ইসরাইলি বিরোধের মীমাংসা করতে চেয়েছিলেন। দখলীকৃত আরব ভূমিতে অবৈধ ভাবে ইহুদি বসতি নির্মাণ বন্ধ করার দাবী করে তিনি ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেটানিয়াহু এবং তাঁর কট্টর ডানপন্থী সমর্থকদের সেই যে চটিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তার শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়া চলছে তো চলছেই। যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদি লবিগুলো এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া যে কতো শক্তিশালী হয়তো ওবামা নিজেও আগে সেটা বুঝতে পারেননি।

তখন থেকে মার্কিন মিডিয়ায় ওবামার প্রতিটি কাজ ও সিদ্ধান্তের সমালোচনা হচ্ছে। অর্ধ শতাব্দী ধরে কোন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা বিল পাশ করতে পারেননি, কিন্তু ওবামা সে অসাধ্য সাধন করেছেন। ওয়াল স্ট্রিটের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সংস্কারের যে বিল চলতি মাসেই পাশ হলো অনেকে আগে সেটাকেও অসম্ভব বিবেচনা করেছিলেন। মেক্সিকো উপসাগরের বৃটিশ পেট্রোলিয়াম কম্পেনীর তেল কূপ বিস্ফোরণের জের ওবামা যেভাবে মোকাবেলা করছেন ব্যক্তিগত ভাবে অনেকেই তার প্রশংসা করেছেন।

কিন্তু এতোসব সত্ত্বেও ইসরাইলি প্রভাবিত মিডিয়ার ষড়যন্ত্রের কারণে ওবামার জনপ্রিয়তা দিনকে দিন পড়ে যাচ্ছে। সেটা প্রেসিডেন্টের জন্যে বিশেষ উদ্বেগের ব্যাপার - এজন্যে যে আসছে নবেম্বর সেনেটের এক-তৃতীয়াংশ এবং প্রতিনিধি পরিষদের সকল আসনের জন্যে নির্বাচন হবে। সে নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বড়ো রকমের পরাজয় ঘটলে বাকি দু'বছর মেয়াদে গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া ওবামার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। ওবামা জানেন যে আফগান যুদ্ধ তাঁর দেশে খুবই অপ্রিয়। আফগানিস্তান থেকে সৈন্য সরিয়ে আনার পরিকল্পনা ঘোষণা করে তিনি হারানো জনপ্রিয়তা কিছুটা হলেও ফিরিয়ে পেতে চান।

বৃটেনে টোরি নেতা ডেভিড ক্যামেরন মে মাসের নির্বাচনে একক গরিষ্ঠতা পেলেও তাঁকে সরকার গঠন করতে হয়েছে লিবারেল ডেমোক্র্যাটদের (লিবডেম) সঙ্গে কোয়েলিশন করে। বিরোধী দলে থাকা কালীন ক্যামেরন আফগান ও ইরাক যুদ্ধ সমর্থন করেছিলেন। অন্যদিকে লিবডেমরা উভয় যুদ্ধেরই বিরোধী ছিলো। গতো বুধবার (ক্যামেরন যখন ওয়াশিংটনে ছিলেন) পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে ক্যামরনের পক্ষে জবাব দিচ্ছিলেন লিবডেম উপ-প্রধানমন্ত্রী নিক ক্লেগ। পার্লামেন্টে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি তো রায় দিয়ে দেন যে বৃটেনের ইরাক আক্রমণ অবৈধ ছিলো। লিবডেমদের সঙ্গে অস্বাভাবিক কোয়েলিশন বজায় রাখতে আফগানিস্তান থেকে সৈন্যাপসারণের প্রতিশ্রুতি সহায়ক হতে পারে বলে ক্যামেরন মনে করেন।

তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী হবার পরের মুহূর্ত থেকে ডেভিড ক্যামেরন সকল রাষ্ট্রীয় খাতে কঠোর ব্যয় সঙ্কোচের কাজে হাত দিয়েছেন। হিসেব করা হয়েছে যে আসছে দু'তিন বছরে তাতে কয়েক লাখ লোক বেকার হবে। ক্যামেরন ইতোমধ্যেই ঘোষণা করেছেন যে তিনি পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন দেবেন ২০১৫ সালের মে মাসে। তীব্র ব্যয় সঙ্কোচ নীতির পর সে নির্বাচনে টোরিদের বিজয় সহজ হবেনা। ক্যামেরন আশা করছেন ২০১৪ সালের মধ্যেই আফগানিস্তান থেকে লড়াকু সৈন্যদের ফিরিয়ে এনে তিনি হারানো জন সমর্থন অনেকখানি ফিরে পেতে পারবেন। আফগান ও ইরাক যুদ্ধ বৃটেনে বরাবরই যুক্তরাষ্ট্রের চাইতে অনেক বেশি অপ্রিয়। (লন্ডন,২৪.০৭.১০)

হোয়াইট হাউসের কোন কোন সূত্র সে উপলক্ষে ফাঁস করে দেয় যে মার্কিন প্রশাসন আফগানিস্তানে তাদের সমর-কৌশল পরিবর্তন করছে। হামিদ কারজাই অনেকদিন আগে থেকেই তালেবানদের সঙ্গে আলোচনার যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্র সেটা নাকচ করে দিচ্ছিলো। এখন নাকি ওবামা প্রশাসন নীতি পরিবর্তন করেছে, তারা তালেবানদের সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে পরোক্ষ আলোচনা শুরু করতে চায়।